অনুবাদকের কথা

সব প্রশংসা শুধু আল্লাহরই। যিনি এক, অদ্বিতীয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই প্রিয় বান্দা, প্রেরিত রাসুল। তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের প্রতি আল্লাহর অশেষ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

১৯ সালের দিকে বইটির কথা প্রথম জানতে পারি। তখন থেকেই বইটি অনুবাদের জন্য ইচ্ছে ছিল। ২৫-এ এসে অনুবাদটি সাহস নিয়ে করে ফেললাম। দীর্ঘ কয়েক বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকায় কাছ থেকে এমন সব বিষয় দেখে আসছি, যা নিয়ে সচেতন করা না হলে বয়ঃসন্ধিকালে অনেকেই ভুল পথে পরিচালিত হয়ে নিজেকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে এবং পরিবারকে সামাজিকভাবে বিব্রত তো করছেই, পাশাপাশি ভুল পথ থেকে উত্তরণের পথ অজানা থাকায় সেই খাদের কিনারা থেকে উঠতে না পেরে অনেক প্রতিভাবান এবং আত্মিকভাবে উন্নত অনেক আত্মাই পথচ্যুত হচ্ছে।

ধরে ধরে তো সবাইকে শোধরানো কঠিন হয়ে পড়ে, তাই এমন কোনো কিছু খুঁজতেছিলাম যার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সকল তরুণ-তরুণীর উপযোগী কোনো কিছু করা যায়। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটিতে পড়ে এমন সব তরুণ-তরুণীদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে প্রচেষ্টা ছিল।

আলোচ্য বইটি তেমনই এক সংযোজন। বইটিতে তরুণ-তরুণীরা তাদের শিক্ষাজীবনে যেসকল মানবীয় ও পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যার মুখোমুখি হয়, তা

নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি শুধু তরুণ-তরুণীদের জন্যই না, তাদের অভিভাবকদের জন্য উপযোগী করে কিছু লেখা সংযোজন করে আরও পূর্ণতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য বইটি When Desire Takes Over, Abdus Subhan Dalvi এর অনুবাদ অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে কন্টেক্সটকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলতে মূলভাব নিয়ে অন্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা খুবই কম জায়গায়। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক চেষ্টা ছিল তরুণ-তরুণীদের পাঠ-উপযোগী করে উপস্থাপনের। তারপরও মানবীয় দুর্বলতায় ত্রুটি থাকতে পারে, তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ রাখছি।

আবারও বলছি, মূল বইয়ের বাহিরে এই বইয়ে নতুন কয়েকটি লেখা যোগ করা হয়েছে, যা আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে তাদেরকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে।

বইটি যেমন সকল তরুণ-তরুণীর জন্য, ঠিক তেমনইভাবে তাদের অভিভাবকদের জন্য একটি গাইডলাইন হিসেবে আল্লাহ কবুল করবেন——এই বিশ্বাস রাখছি।

আমাদের সকল কাজই আল্লাহর জন্য। তাই আল্লাহ যেন এই কাজকে উম্মাহর তরুণদের খেদমতে কবুল করেন——এই দুআর দরখাস্ত রাখছি।

তাজুল ইসলাম
solitarytaz@gmail.com
১১/০৮/২৫
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সূচি

ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা	১১
যৌবনের মৌবনে	২০
গোপন প্রণয়	২৮
চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক	৩১
পচা শামুক	৩৬
ফ্রি মিক্সিং	৪০
গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সংস্কৃতি	৪৭
ছেলে-মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক : কীভাবে সামলাবেন	৫২
দীনি ভাই-বোন	৫৮
গিবত	৭২
শিক্ষা ও সংস্কার	৭৭
মনের মানুষ	৮০

একাকীত্ব	৮৩
ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহার	৮৮
সীমারেখা	১০২
মোহগ্রস্ততা	১০৪
মোহের চিকিৎসা	১১২
আধ্যাত্মিক অলসতার প্রতিকার	১১৯
বিচ্ছেদ ও বিষাদ	১২৩
রিবাউন্ড : ন্যাড়ার বেলতলা	১২৮
কেন তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই?	১২৯
অবসর সময়	১৩৩
জিনা	১৩৮
ভেঙে গড়া	১৪৬
নির্জন বসবাস	১৫৫
বিটিএস : হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা	১৬১
নসিহাহ	১৬৬
কিছু ঘটনা, শিক্ষা	১৭০

ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা

প্রিয়জনের প্রতি যে প্রেম ও ভালোবাসা ইসলামে আছে, আজকালের অনেক ঘটনায় তা মনেই হয় না। তাই অনেকেই মনে করেন, 'ভালোবাসা' ও 'কামনা' এ দুই-ই ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ, তা বৈবাহিক জীবনের ভেতরেই হোক কিংবা বাইরে। আজ মুসলমানরা যখন তাদের বিয়ে ও দাম্পত্যজীবনে অমুসলিম রীতিনীতিগুলো গ্রহণ করছে, তখন খেয়াল করলে দেখা যায় যে, ইসলামে একজন জীবনসঙ্গীকে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে লালন করার যে আদব ও সৌন্দর্য ছিল তা আমাদের সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদিসে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও কোমল ব্যবহার করতেন। এটি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই নয়। এই হাদিসগুলো আল্লাহ চাইলে গোপন রাখতে পারতেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এসব বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, একজন জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বা গোপনীয় আচরণের সর্বোত্তম শিষ্টাচার ও নৈতিকতা কী হওয়া উচিত।

ভালোবাসা এবং কামনার অনুভূতি ইসলামে অনুপস্থিত নয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।’[১]

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন :

এই নির্দিষ্ট লিঙ্গ (নারী) সৃষ্টির পেছনের হেকমত বা প্রজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

‘যাতে তোমরা তাদের মাঝে প্রশান্তি পাও।’

যদি কেউ এ বিষয়ে চিন্তা করে, তবে স্পষ্ট হয় যে, পুরুষদের নারীদের প্রতি যত চাহিদাই থাকুক না কেন, সবকিছু শেষ পর্যন্ত মানসিক প্রশান্তি, হৃদয়জুড়ানো প্রশান্তি এবং আরামের মধ্যেই গিয়ে থামে।[২]

কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত যে সম্পর্ক তাকে ভালোবাসা ও প্রশান্তির উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি শরিয়াহ নির্দেশিত ভালোবাসার পথ ছেড়ে লালসার পথ ধরে, তার হৃদয় কঠিন এবং কলঙ্কিত হয়ে যায়। পশুবৃত্তি ও ভোগবাদী আচরণ হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য স্বল্প আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তা কখনোই বৈবাহিক জীবনের মাধ্যমে অর্জিত প্রশান্তি ও সামঞ্জস্য দিতে পারে না। প্রকৃত ভালোবাসার স্তম্ভ একটি বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত কেউই জীবনে সে প্রশান্তি লাভ করতে পারবে না।

২০০০ সালে ‘দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট’ পত্রিকায় এক নিবন্ধে চেরি নরটন লিখেছিলেন[৩] ‘জীবনের আনন্দদায়ক কাজগুলো নিয়ে অপরাধবোধে ভোগা কেবল মানসিক শান্তির জন্যই ক্ষতিকর নয়, শারীরিক স্বাস্থ্যও এর ফলে বিপর্যস্ত হতে পারে।’

ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির উইনচেস্টার সম্মেলনে এমন এক গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়, যেখানে দেখা যায় খাওয়া-দাওয়া, পানাহার, ধূমপান, টেলিভিশন দেখা কিংবা যৌন সম্পর্কের মতো স্বাভাবিক আনন্দদায়ী কাজগুলো নিয়ে অপরাধবোধ জন্মালে মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

---

১. সুরা রুম, ২১

২. মাআরিফুল কুরআন : ৬/৭৩২

৩. The Independent - Monday 17th April 2000

ঠান্ডা-জ্বরের মতো সাধারণ অসুস্থতাও তখন সহজেই আক্রমণ করতে পারে। গবেষণাটি আরও দেখায়, নারীরা সাধারণত এসব ভোগের বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি অপরাধবোধে ভোগেন, এবং এ কারণে তারা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হারাম প্রেমের নেতিবাচক দিকগুলো ইসলামের নিকট মোটেই অজানা নয়। বরং কুরআনের সুরা ইউসুফে এই বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তৃত ও সংবেদনশীলভাবে আলোচনা করা হয়েছে (যা নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা আসবে।) হারাম ভালোবাসা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর পরে যেসব যুগকে অত্যন্ত বরকতময় বলা হয়, সেসব যুগেও এ রকম ঘটনা দেখা গিয়েছিল। হাদিসসমূহে এমন ব্যক্তিদের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা আন্তরিকভাবে তাওবা করত।[৪]

মিশকাতুল মাসাবিহে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক নারী ব্যভিচার (জিনা) করেছিল, কিন্তু সে এতখানি গভীর তাওবা করেছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'সে এমন তাওবা করেছে যে, যদি তা মদিনার সমস্ত মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো, তবে তা তাদের সকলের জন্যই যথেষ্ট হতো।'

হারাম ভালোবাসা আজকের যুগের একটি বড় সমস্যা হলেও তা কেবল আধুনিক কালের সমস্যা নয়; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যেসব যুগকে বরকতময় বলেছেন, সেসব যুগেও এ সমস্যা ছিল। বাস্তবতা হলো, যতদিন পৃথিবীতে নারী-পুরুষ থাকবে, ততদিন এই সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ হলো, মানবজাতির জন্য যেসব ইবাদত সব যুগে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, সেগুলোর মধ্যে দুটি হলো :

- ঈমান (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস)
- বিবাহ (বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক)

৪. অর্থাৎ তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁরা ভুল করলেও পরে গভীরভাবে অনুতপ্ত হতেন এবং পরিপূর্ণ তাওবার মাধ্যমে নিজেদের আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনতেন।

তাই বিবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণও অব্যাহত থাকতে হবে। আর যারা এই বৈধ বিবাহের বন্ধনকে অস্বীকার করবে বা এড়িয়ে চলবে, তারা হারাম ভালোবাসার ফাঁদে পড়ে যাবে—এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আল্লাহ তাআলার একজন প্রিয় বান্দা ও মহান আলিম ছিলেন। তিনি এতটাই আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ছিলেন যে, একবার তাঁর মা তাকে খুঁজতে বের হয়ে তাঁকে এক বাগানের একটি গোলাপ গাছের পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি দেখেন একটি সাপ একটি নারগিস গাছের ডাল দিয়ে তাকে বাতাস করে দিচ্ছে।

কিন্তু আল্লাহর এই মহান ওলি হবার আগে তিনিও এক সুন্দরী দাসীর প্রেমে পড়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁর হৃদয়ে সেই মেয়েটির প্রতি ভালোবাসা ক্রমাগত বেড়েই চলে। একবার শীতের গভীর রাতে তিনি তাঁর ভালোবাসার নারীকে একটি ঝলক দেখার আশায় তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি পুরো রাত অপেক্ষায় কাটিয়ে দেন, কিন্তু সেই মেয়ে একবারের জন্যও ঘর থেকে বের হয়নি। রাতভর অপেক্ষা করেও তিনি তাকে একবারও দেখতে পাননি। সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন :

'আমি যদি এই রাতটা আল্লাহর ইবাদতে কাটাতাম, তাহলে কি সেটা আমার কৃতকর্মের চেয়ে হাজার গুণে উত্তম হতো না?'

এই গভীর অনুশোচনায় তার অন্তর যেন পুড়ে খাক হয়ে যায়। আল্লাহ তার অন্তরের দরজা খুলে দেন। তাঁর হৃদয়ে যেটুকু স্থান আগে ছিল মিথ্যে প্রেমের জন্য, তা আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি আন্তরিকভাবে তাওবা করেন। সেই মিথ্যা ভালোবাসার জায়গায় আল্লাহর প্রেম এসে জায়গা করে নেয়।[৫]

আরেকটি হৃদয়ছোঁয়া কাহিনি আমরা পাই হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর জীবনে। তিনি ছিলেন মরুভূমির ডাকাতদের এক সর্দার। কাফেলাকে লুট করা ছিল তাঁর কাজ। অথচ তাঁর গলায় সব সময় ঝুলত তসবিহ, মাথায় থাকত উলের টুপি। তিনি জামাতের নামাজ ছাড়তেন না, এমনকি তাঁর

৫. পরবর্তীতে তিনি এমনভাবে নিজেকে বদলে ফেলেন যে, মানুষ তাঁর ছায়ায় হেদায়াতের পথ খুঁজে পেতে শুরু করে। হারাম ভালোবাসা তাকে মুহূর্তের জন্য অধঃপতনে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু সেই ধ্বংসই হয়ে উঠেছিল তার আত্মার পুনর্জন্মের শুরু।

ডাকাত দলের কেউ যদি নামাজ না পড়ত, তবে তিনি তাকেও দল থেকে বের করে দিতেন। এই ডাকাত ছিলেন প্রেমিকও। এক নারীকে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে, লুট করা সম্পদের একটি অংশ নিয়মিত তাঁর কাছে পাঠাতেন। একদিন তিনি সেই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে মক্কার পথে রওনা হন। পথিমধ্যে তিনি কুরআনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনতে পান; এ আয়াতই তাঁর জীবনকে বদলে দেয়। হঠাৎ তিনি কুরআনের এই আয়াত শুনতে পান :

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

‘যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাজিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাদের ওপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।’[৬]

এই কুরআনের আয়াত হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ.[৭]-এর হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত হানে। তিনি অনবরত কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন :

‘হায়! আমি আর কতদিন আমার জীবনকে এভাবে ধ্বংস করে যাব? সময় হয়েছে আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করার।’

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো হযরত ফুযাইলও নিজের জীবনকে বদলে ফেলেন। এরপর তিনি দীনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, এবং তাঁর এই প্রয়াস সফলতার চূড়ায় পৌঁছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক একবার বলেছিলেন :

---

৬. সুরা হাদিদ, ১৬

৭. এই আয়াত তাঁর হৃদয়কে এমনভাবে বিদ্ধ করে যে, সে রাতেই তিনি নিজের জীবন বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। সেই রাতেই তিনি সমস্ত পাপ ও প্রেমক পেছনে ফেলে তাওবা করেন। প্রেমের আগুনে পুড়ে যে হৃদয় ছাই হয়েছিল, সেটি তখন আল্লাহর প্রেমে পুনর্জন্ম নেয়। ডাকাত ফুযাইল হয়ে ওঠেন হযরত ফুযাইল, আধ্যাত্মিকতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে। যার দরসে তখন হাজারো মানুষ আল্লাহপ্রেমে বিভোর হয়ে থাকত।

এভাবেই নিষিদ্ধ ভালোবাসা একদিকে যেমন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তেমনই তাওবা আর অনুশোচনার আলো যদি সেই অন্ধকার হৃদয়ে পৌঁছে যায়, তবে সেটিই হয়ে উঠতে পারে মুক্তির পথ।

‘যখন ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. ইন্তেকাল করলেন আসমান ও জমিন কেঁদেছিল। চারদিকে নেমে এসেছিল এক অদ্ভুত নীরবতা।’

এই বর্ণনাগুলো আমাদের সামনে এক বাস্তব শিক্ষা উপস্থাপন করে; এই মহান ব্যক্তিরা হারাম ভালোবাসাকে পরিত্যাগ করে, তাওবা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন এবং অবশেষে আল্লাহর ওলি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে হযরত ফুযাইল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং স্ত্রীকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করেন। একবার হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওনা হবার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন :

‘আমি হজে যেতে চাই। এই পথ কঠিন এবং পথে নানা বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দিতে চাই না... যদি তুমি চাও আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব।’

তার স্ত্রী অশ্রুসজল চোখে জবাব দেন :

‘আমি বহু বছর ধরে আপনার সঙ্গে আছি। কখনোই আপনাকে ছেড়ে যাইনি। আমি আপনার সঙ্গেই থাকব, আপনারই খেদমত করব। আমি আপনার সাথেই যাব।’

যখন কেউ হারাম সম্পর্কের মোহকে কেবল আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয়, আর তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর আদেশ মেনে পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ায়, তখন আল্লাহ তাকে তাঁর বিশেষ নিয়ামত হিসেবে একজন আন্তরিক ও বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনী দান করেন।

ইসলাম কখনোই হৃদয়ের অনুভূতিকে অস্বীকার করে না। আবার এমন আবেগকেও ছোট করে দেখে না, যা কখনো মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। বরং ইসলাম বলে, এই অনুভূতিগুলোকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে ইমানদারির পরিচয়। আনন্দ করা, খেলাধুলা, বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো—এসব জিনিস ইসলাম নিষেধ করে না। ফুটবল খেলা, জিমে যাওয়া এগুলোও ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন এসবের কারণে ইবাদত বাদ পড়ে যায়। যেমন, খেলতে গিয়ে নামাজ চলে যাওয়া। একইভাবে কাউকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসাও হারাম নয়; শর্ত একটাই, সেই ভালোবাসা হালাল সম্পর্কের পরিধিতে থাকতে হবে; অর্থাৎ বিয়ে ছাড়া নয়।

হৃদয় মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখান থেকেই জন্ম নেয় ভালোবাসা, রাগ, আনন্দসহ নানা রকম অনুভূতি। কিন্তু এই আবেগগুলো হালাল হবে না হারাম, তা নির্ধারিত হয় এগুলোর প্রকাশ কেমন, এবং কোন পথে তা পরিচালিত হচ্ছে তার ওপর। যেমন, কেউ রাগ করতে পারে; এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ করে যদি সে কোনো ভাইকে কষ্ট দেয়, তাহলে সেই রাগ হারাম হয়ে যায়। অন্যদিকে কেউ যদি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়ে নিজেকে শান্ত রাখে; তাহলে সে হয়ে ওঠে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একজন।

একইভাবে ভালোবাসাও হারাম নয়, যদি সেটা হয় আল্লাহর জন্য বা পরিবারের জন্য।

কিন্তু ভালোবাসা তখনই হারাম হয়, যখন সেটি বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের নামে বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে চলে যায়। যেখানে নেই কোনো দায়িত্ব, নেই কোনো নিরাপত্তা; শুধু কিছু সময়ের আবেগ, এরপর ফেলে দেওয়ার মতো ব্যবহার।

এই কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'নিশ্চয়ই দেহে একটি গোশতের টুকরো রয়েছে; যখন তা ভালো থাকে, তখন পুরো দেহ ভালো থাকে। আর যখন তা কলুষিত হয়, তখন পুরো দেহই কলুষিত হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই সেটাই হলো হৃদয়।'[৮]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর 'মুসনাদ'-এ আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'মুমিনের ইমান ততক্ষণ সঠিক হয় না, যতক্ষণ না তার হৃদয় সঠিক পথে থাকে।'[৯]

এই হাদিসে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, একজন মানুষের বাহ্যিক আমল বা কাজকর্ম কখনোই প্রকৃত ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী হতে পারে না, যদি না তার অন্তরের অবস্থা সঠিক হয়। কারণ, দেহের প্রতিটি কাজই হৃদয়ের অনুভব ও ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং যদি কারও হৃদয় ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তার বিশ্বাস (ইমান) এবং তার দেহের কাজগুলোও সঠিক হবে। আর হৃদয় যদি

৮. বুখারি ও মুসলিম, ইমাম নববির ৪০ হাদিস
৯. মুসনাদে আহমদ

আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে, তাহলে সে সব সময়ই আল্লাহর আদেশ মানতে চাইবে এবং কখনোই তাঁর অবাধ্য হতে চাইবে না।

ইবনে রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি বলেন :

'যদি অন্তর পবিত্র হয়, যেখানে শুধু আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর পছন্দনীয় জিনিসগুলোর প্রতি আকর্ষণ, আর গোনাহের ভয়ে ভীত এক অন্তর হয়, তাহলে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই হবে সৎকর্মে নিয়োজিত। সে হারাম কিংবা সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকবে, যেন ভুল করেও গোনাহে জড়িয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে যদি অন্তর কলুষিত হয়ে পড়ে, যেখানে প্রবৃত্তির দাসত্ব, গোনাহের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় আনন্দ থাকে, তাহলে শরীরের সব অঙ্গই তার আদেশে অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হবে। তখন সে অবাধ্যতার পথে হাঁটবে এবং সন্দেহজনক ও গোনাহের কাজেও লিপ্ত হবে।

এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, 'হৃদয় হলো দেহের রাজা; আর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হচ্ছে তার সৈনিক।'

এই অন্তরের পবিত্রতা কামনাতেই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করতেন :

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট একটি সুস্থ হৃদয় কামনা করি।'

আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে হৃদয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে নানা প্রবৃত্তির টান। চাকরি হোক কিংবা শিক্ষাঙ্গন—প্রায় প্রতিটি পরিবেশেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। আমাদের অনেকেই এমন জায়গায় কাজ বা শিক্ষা গ্রহণ করছি, যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করাটা প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ বাস্তবতা শুধু কর্মজীবীদের জন্য নয়; বরং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীরাও এর বাইরে নয়। বিদ্যমান সমাজ যেন আমাদের কানে ফিসফিসিয়ে বলছে :

'তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তোমার সঙ্গী, তোমার প্রেম, তোমার ভালোবাসা।'

জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলো 'ভালোবাসা'র নাম করে সম্পর্ক গড়ার এমন এক চিত্র উপস্থাপন করে, যেখানে ঘনিষ্ঠতা ও প্রেম যেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই চিন্তাধারা আজ মুসলিম সমাজে, ছোট থেকে বড় সবার মাঝে ঢুকে

পড়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজ বহু মুসলিম খুব অল্প বয়সেই প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে, যাকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। এই নব্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অবচেতনভাবেই মানুষকে টেলিভিশনের চিত্রনাট্যে আঁকা মধুর প্রেমের দৃশ্যগুলোকে বাস্তব জীবনে অনুকরণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, এই অনুকরণ একসময় মানুষকে ভুলের গভীরে ঠেলে দেয়। আর তার ফলে অনেক মুসলিমের জীবন হয়ে পড়ছে আধ্যাত্মিকভাবে কলুষিত।

তাই আজ আমাদের দায়িত্ব নিজেদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকেও এই প্রবল স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে শেখানো। এ ধরনের সম্পর্ক যা প্রায়ই গোপনে, পিতা-মাতার অগোচরে চলতে থাকে দীর্ঘদিন। কিন্তু সেই সম্পর্কের ভেতরে একসময় ঢুকে পড়ে অপরাধবোধের ছায়া। তবে সম্পর্ক যতই গোপন হোক, অপরাধবোধ একসময় মনকে দগ্ধ করতে শুরু করে। কয়েক মাস পেরোলে যেকোনো আল্লাহভীরু অন্তরই বুঝতে পারে এটা সেই সময়, যখন ফিরে যেতে হবে। হারাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে, যদি প্রয়োজন হয় আবেগের দোলাচলে দুঃখের পাহাড় পেরিয়ে হলেও।

যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হারাম পরিত্যাগ করেন, আল্লাহ তাঁর জন্য খুলে দেন এমন এক দরজা; যেখানে থাকে প্রশান্তি, পবিত্রতা এবং এক সুস্থ হৃদয়ের বরকত।[১০]

১০. অনুবাদক